أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 87) www.motaher21.net

الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلٰمُ

"মদ, জুয়া, মূর্তি ও লটারী পরিহার কর।"

"Eschew intoxicants, gambling, stones and lottery."

সূরা: আল-মায়িদাহ

আয়াত নং :-৯০

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! এ মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শরসমূহ এ সমস্তই হচ্ছে ঘৃণ্য শয়তানী কার্যকলাপ। এগুলো থেকে দূরে থাকো, আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে।

৯০ নং আয়াতের তাফসীর:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘আমার উম্মতের মধ্যে এমন অনেক সম্প্রদায় হবে যারা যিনা-ব্যভিচার, রেশমী কাপড় ব্যবহার, মদ্যপান ও গান বাদ্যকে হালাল করবে’। [বুখারীঃ ৫৫৯০]

অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ‘যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করবে ও তাওবাহ করবে না, সে আখেরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে’। [বুখারীঃ ৫৫৭৫]

(ازلام) শব্দটি (زلم) এর বহুবচন। আযলাম এমন শরকে বলা হয়, যা দ্বারা আরবে ভাগ্যনির্ধারণী জুয়া খেলার প্রথা প্রচলিত ছিল । দশ ব্যক্তি শরীক হয়ে একটি উট যবাই করত। অতঃপর এর মাংস সমান দশ ভাগে ভাগ করার পরিবর্তে তা দ্বারা জুয়া খেলা হত। দশটি শরের সাতটিতে বিভিন্ন অংশের চিহ্ন অবিকৃত থাকত। কোনটিতে এক এবং কোনটিতে দুই বা তিন অংশ অংকিত থাকত। অবশিষ্ট তিনটি শর অংশবিহীন সাদা থাকত। এ শরগুলোকে তুনীর মধ্যে রেখে খুব নাড়াচাড়া করে নিয়ে প্রত্যেক অংশীদারের জন্যে একটি করে শর বের করা হত। যত অংশবিশিষ্ট শর যার নামে হত, সে তত অংশের অধিকারী হত এবং যার নামে অংশবিহীন শর হত, সে বঞ্চিত হত। [কুরতুবী]

আজকাল এ ধরনের অনেক লটারী বাজারে প্রচলিত আছে। এগুলো জুয়া এবং হারাম।

মদ্যপানকে পর্যায়ক্রমিকভাবে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে কুরআনের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম হচ্ছে এই যে, মদ্যপান সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম আয়াত ছিল,

(يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَـمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۭ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْـمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا)

[সূরা আল-বাকারাহ: ২১৯]

যাতে সাহাবায়ে কিরাম মদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন । তাতে মদ্যপানের দরুন যেসব পাপ ও ফাসাদ সৃষ্টি হয়, তার বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াত ছিল

(يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ)

[সূরা আন-নিসাঃ ৪৩]

এতে বিশেষভাবে সালাতের সময় মদ্যপানকে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য সময়ের জন্য অনুমতি রয়ে যায়। কিন্তু সূরা আল-মায়িদাহ এর আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে পরিস্কার ও কঠোরভাবে মদ্যপান নিষিদ্ধ ও হারাম করে দেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীরা] এ বিষয়ে শরীআতের এমন পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ ছিল এই যে, আজীবনের অভ্যাস ত্যাগ করা বিশেষতঃ নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হত। [ফাতহুল কাদীর]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ সম্পর্কে কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ ‘সর্বপ্রকার অপকর্ম এবং অশ্লীলতার জন্মদাতা হচ্ছে মদ’। [ইবন মাজাহ ৩৩৭১]

কারণ, এটি পান করে মানুষ নিকৃষ্টতর পাপে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, ‘মদ এবং ঈমান একত্রিত হতে পারে না’। [নাসায়ীঃ ৮/৩১৭]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ শ্রেণীর ব্যক্তির উপর লা’নত করেছেন। ‘[১] যে লোক নির্যাস বের করে, [২] প্রস্তুতকারক, [৩] পানকারী, [৪] যে পান করায়, [৫] আমদানীকারক, [৬] যার জন্য আমদানী করা হয়, (৭) বিক্রেতা, (৮) ক্রেতা, (৯) সরবরাহকারী এবং (১০) এর লভ্যাংশ ভোগকারী। [ইবন মাজাহঃ ৩৩৮০]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন এক মজলিশে মদ্যপানে সাকীর কাজ সম্পাদন করছিলেন। আবু তালহা, আবু ওবায়দা ইবনুল জার্রাহ, উবাই ইবন কা'ব, সোহাইল রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমূখ নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণ সে মজলিশে উপস্থিত ছিলেন। প্রচারকের ঘোষণা কানে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন – এবার সমস্ত মদ ফেলে দাও। এর পেয়ালা, মটকা, হাড়ি ভেঙ্গে ফেল। [মুসনাদে আহমাদ ৩/১৮১; বুখারী: ৪৬২০; মুসলিম: ১৯৮০]

আসলে ‘নুসুব’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে এমন সব স্থান বুঝায় যেগুলোকে লোকেরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর উদ্দেশ্যে বলিদান ও নজরানা পেশ করার জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। সেখানে কোন পাথর বা কাঠের মূর্তি থাক বা না থাক তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের ভাষায় এরই সমার্থবোধক শব্দ হচ্ছে বেদী বা ‘আস্তানা’। কোন মহাপুরুষ, কোন দেবতা বা মুশরিকী আকীদার সাথে এ স্থানটি জড়িত থাকে।

এ আয়াতে যে জিনিসটি হারাম করা হয়েছে দুনিয়ায় তার তিনটি সংস্করণ প্রচলিত আছে। আয়াতে ঐ তিনটিকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

একঃ মুশরিকদের মতো করে ‘ফাল’ গ্রহণ করা। এতে কোন বিষয়ে দেব-দেবীর কাছে ভাগ্যের ফয়সালা জানার জন্য জিজ্ঞেস করা হয় অথবা গায়েবের-অজানার ও অদৃশ্যের খবর জিজ্ঞেস করা হয় বা পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা করে নেয়া হয়। মক্কার মুশরিকরা কাবা ঘরে রক্ষিত ‘হুবল’ দেবতার মূর্তিকে এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। তার দেবীমূলে সাতটি তীর রাখা হয়েছিল। সেগুলোর গায়ে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য খোদাই করা ছিল। কোন কাজ করার বা না করার প্রশ্নে দোদুল্যমানতা দেখা দিলে, হারানো জিনিসের সন্ধান লাভ করতে চাইলে বা হত্যা মামলার ফয়সালা জানতে চাইলে, মোট কথা যেকোনো কাজের জন্যই হুবল-এর তীর রক্ষকের কাছে যেতে হতো, সেখানে নজরানা পেশ করতে হতো এবং হুবল-এর কাছে এ মর্মে প্রার্থনা করা হতো, “আমাদের এ ব্যাপারটির ফয়সালা করে দিন।” এরপর তীর রক্ষক তার কাছে রক্ষিত তীরগুলোর

সাহায্যে ‘ফাল’ বের করতো। এতে যে তীরটিই বের হয়ে আসতো, তার গায়ে লিখিত শব্দকেই হুবল-এর ফয়সালা মনে করা হতো।

দুইঃ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ফাল গ্রহণ। এক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের মীমাংসার পরিবর্তে কোন প্রকার কুসংস্কার ও অমূলক ধারণা-কল্পনা বা কোন আকস্মিক ঘটনার মাধ্যমে কোন বিষয়ের মীমাংসা করা হয়। অথবা এমন সব উপায়ে ভাগ্যের অবস্থা জানবার চেষ্টা করা হয়, যেগুলো গায়েব জানার উপায় হিসেবে কোন তাত্বিক পদ্ধতিতে প্রমাণিত নয়। হস্তরেখা গণনা, নক্ষত্র গণনা, রমল করা, বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার এবং নানা ধরনের ফাল বের করা এর অন্তর্ভুক্ত।

তিনঃ জুয়া ধরনের যাবতীয় খেলা ও কাজ। যেখানে অধিকার, কর্মমূলক অবদান ও বুদ্ধিবৃত্তিক ফায়সালার মাধ্যমে বস্তু বন্টনের পদ্ধতি গ্রহণ না করে নিছক কোন ঘটনা-ক্রমিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে বস্তু বন্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেমন, লটারীতে ঘটনাক্রমে অমুক ব্যক্তির নাম উঠেছে, কাজেই হাজার হাজার ব্যক্তির পকেট থেকে বের হয়ে আসা টাকা তার একার পকেটে চলে যাবে। অথবা তাত্বিক দিক দিয়ে কোন একটি ধাঁধাঁর একাধিক উত্তর হতে পারে কিন্তু পুরস্কারটি পাবে একমাত্র সেই ব্যক্তি যার উত্তর কোন যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নয় বরং নিছক ঘটনাক্রমে ধাঁধাঁ প্রতিযোগিতা পরিচালকের সিন্ধুকে রক্ষিত উত্তরটির সাথে মিলে যাবে।

এ তিন ধরনের ফাল গ্রহণ ও অনুমানভিত্তিক লটারী করাকে হারাম ঘোষণা করার পর ইসলাম ‘কুরআ’ নিক্ষেপ বা লটারী করার একমাত্র সহজ-সরল পদ্ধতিটিকেই বৈধ গণ্য করেছে। এ পদ্ধতিতে দু’টি সমান বৈধ কাজের বা দু’টি সমপর্যায়ের অধিকারের মধ্যে ফয়সালা করার প্রশ্ন দেখা দেয়। যেমন, একটি জিনিসের ওপর দু’ব্যক্তির অধিকার সবদিক দিয়ে একদম সমান এবং ফায়সালাকারীর জন্য দু’জনের কাউকে অগ্রাধিকার দেবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই আর তাদের দু’জনের মধ্য থেকে কোন একজন নিজের অধিকার প্রত্যাহার করতেও প্রস্তুত নয়। এ অবস্থায় তাদের সম্মতিক্রমে লটারীর মাধ্যমে ফয়সালা করা যেতে পারে অথবা দু’টি একই ধরনের সঠিক ও জায়েয কাজ। যুক্তির মাধ্যমে তাদের কোন একটিকে অগ্রাধিকার দেবার ব্যাপারে এক ব্যক্তি দোটানায় পেড়ে গেছে। এ অবস্থায় প্রয়োজন হলে লটারী করা যেতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে যখন দু’জন সমান হকদারের মধ্যে একজনকে প্রাধান্য দেবার প্রশ্ন দেখা দিতো এবং তাঁর আশংকা হতো যে, তিনি একজনকে প্রাধান্য দিলে তা অন্যজনের মনোকষ্টের কারণ হবে তখন তিনি সাধারণত এ পদ্ধতিটি অবলম্বন করতেন।

যদিও ভাগ্য নির্ণায়ক শর (আযলাম) স্বভাবতই এক ধরনের জুয়া তবুও তাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটি হচ্ছে আরবী ভাষায় ‘আযলাম’ বলা হয় এমন ধরনের ফাল গ্রহণ ও শর নিক্ষেপ করাকে যার সাথে মুশরিকী আকীদা-বিশ্বাস ও কুসংস্কার জড়িত থাকে। আর ‘মাইসির’(জুয়া) শব্দটি এমন সব খেলা ও কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যেখানে আকস্মিক ঘটনাকে অর্থোপার্জন, ভাগ্য পরীক্ষা এবং অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী বন্টনের মাধ্যমে পরিণত করা হয়।

শরীয়াতের দৃষ্টিতে মদের প্রতি নিষেধাজ্ঞার এ বিধানটিকে শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠিত করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। হযরত উমরের শাসনামলে নবী মাকীফের রুয়াইশিদ নামক এক ব্যক্তির একটি দোকান পুড়িয়ে দেয়া হয়। কারণ সে লুকিয়ে লুকিয়ে মদ বিক্রি করতো। আর একবার হযরত উমরের হুকুমে পুরো একটি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়। কারণ সেই গ্রামে গোপনে মদ উৎপাদন ও চোলাই করা হতো এবং মদ বেচাকেনার কারবারও সেখানে চলতো।

উক্ত আয়াতগুলোর শানে নুযুল ও তাফসীর সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা যে পানির ফাযীখ (অর্থাৎ কাঁচা খুরমা ভিজানো পানি) নাম রেখেছ সেই ফাযীখ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন মদ ছিল না। একদিন আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবূ তাল্হা ও অমুক, অমুককে তা পান করাচ্ছিলাম। তখনই এক ব্যক্তি এসে বলল, আপনাদের কাছে এ সংবাদ এসেছে কি? তারা বললেন, কী সংবাদ? সে বলল, মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে। তারা বললেন, হে আনাস! এ বড় বড় মটকাগুলো থেকে মদ ঢেলে ফেলে দাও। আনাস (রাঃ) বললেন, এ ব্যক্তির সংবাদের পর তাঁরা এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাও করেননি এবং দ্বিতীয়বার পানও করেননি। (সহীহ বুখারী হা: ৪৬১৭, সহীহ মুসলিম হা: ১৯৮০)

মদ সম্পর্কে নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

প্রত্যেক নেশা জাতীয় বস্তু হারাম। (মুসনাদ আহমাদ: ২/১৭১, সনদ সহীহ, আবূ দাঊদ হা: ৩৬৭৪)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

যা বেশি পরিমাণ পান করলে নেশা আসে তা কম পারিমাণও পান করা হারাম। (জামিউল উসূল ৩১১২, ইবনু মাযাহ হা: ৩৩৯৪, সহীহ)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ তা‘আলা মদ, মদ পানকারী, ক্রেতা-বিক্রেতা, বহনকারী, যার কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়, যে তৈরি করে এবং মূল্য ভক্ষণকারী সকলের ওপর অভিশাপ করেছেন। (মুসনাদ আহমাদ হা: ৫৭১৬, সনদ সহীহ)

এ ছাড়াও মদের অপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ং অত্র সূরার ৯১ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

(فِيْمَا طَعِمُوْآ إِذَا مَا اتَّقَوْا)

সাহাবী আবূ নুমান (রাঃ) বলেন: আবূ তালহার বাড়িতে আমি যখন লোকেদেরকে মদ পান করাতাম। তখন মদ হারাম হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন ঘোষণাকারীকে ঘোষণা দিতে বললেন: আবূ তাল্হা বললেন: বের হও দেখতো এটা কিসের আওয়াজ? আবূ নু‘মান বলেন: আমি বের হলাম এবং বললাম: এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করছে যে, মদ হারাম করা হয়েছে। আবূ তাল্হা বলেন: যাও মদ ফেলে দাও। (বর্ণনাকারী) আবূ নু‘মান বলেন: মদীনার অলিতে-গলিতে মদ বইতে লাগল। তিনি বলেন: তখন فضيخ এর মদ ছিল। তখন কিছু মানুষ বলতে লাগল। আমাদের অনেকে মারা গেছে তাদের পেটে মদ রয়েছে তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল। (সহীহ বুখারী হা: ৪৬২০, সহীহ মুসলিম হা: ১৯৮০)

☆ আলোচ্য আয়াতে চারটি বস্তুকে চূড়ান্তভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে- (১) মদ (নেশা) (২) জুয়া (৩) পাথর, স্তম্ভ বা মূর্তি পূজা ও (৪) লটারী বা অসম বন্টন।

(১) মদ সম্পর্কে সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াতে এবং নিসার ৪৩ নং আয়াতে, সূরা নহল এর ৬০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা বাকারার আয়াতে বলা হয়েছে, ক্ষতির পরিমাণ লাভের তুলনায় অনেক বেশী। সূরা নিসায় বলা হয়েছে মাতাল অবস্থায় নামাজের কাছেও যেওনা। অতঃপর এখানে চূড়ান্তভাবে হারাম করা হয়েছে। খামর বলতে মূলত আংগুর, খেজুর, যব, গম ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন মদ বুঝায়। কিন্তু রাসূল (সাঃ) সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিসই হারাম। আমি প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস গ্রহণ করতে নিষেধ করছি।" হযরত ওমর (রাঃ) এই নীতিও হাদীসে উল্লেখ করেছেন "যে জিনিসের বেশী পরিমাণ নেশার উদ্রেক করে তার অল্প পরিমাণও হারাম।" হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) আরো বলেছেন "আল্লাহ তা'আয়ালা অভিশপ্ত করেছেন শরাবকে। মদ্যপায়ীকে, শরাব-সাকীকে, উহার বিক্রেতাকে, ক্রেতাকে, উৎপাদন শোধন কারীকে, উহা যে করায় তাকে, যে বহনকরে নিয়ে যায় তাকে এবং যার নিকট বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে।" অপর এক হাদীসে রাসূল করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন "যে দস্তরখানে মদ পান করা হয় উহার উপর খাদ্য গ্রহণ করা

নিষেধ।" রাসূল করীম (সঃ) মদ কাহাকেও উপহার দিতে (অমুসলিম) নিষেধ করেছেন, মদ থেকে সিরকা বানাতে নিষেধ করেছেন এমনকি তিনি বলেছেন "এটা ঔষধ নয় রোগ।" ইসলামের দৃষ্টিতে মদ হারামের এই আদেশকে কার্যকর করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্যের মধ্যে শামিল। ওমর (রাঃ) এর খেলাফতকালে গোপনে মদ বিক্রয়কারী এক ব্যক্তির দোকান জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। এবং ব্যাপকভাবে মদ উৎপাদনকারী একটি গ্রামকে হযরত ওমর (রাঃ)-এর আদেশক্রমে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। যারা মদপানের বদ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারছিলনা হযরত ওমর (রাঃ) তাদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাত এর শাস্তি দিতেন।

(২) জুয়া বলতে বুঝায় অতি সহজভাবে কোন কিছু লাভ করা বা কাজ না করেই লাভ ভোগ করা, অথবা যুক্তিসংগত কারণ ও অধিকার ছাড়া কোন কিছু বন্টন করা। যা মূলত আকস্মিক কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এটার বিভিন্ন ধরণ আছে যেমন- তাস, দাবা, ঘোড় দৌড় ইত্যাদি বিভিন্ন খেলাধুলা যেমন বর্তমানে ক্রিকেট খেলা নিয়ে খুব হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার কেসিনো তথা জুয়ার আড্ডা, এতে হরেক রকম উপাদান এর মাধ্যমে কোন যুক্তি সংগত কারণ ছাড়াই লাভ বা ক্ষতি নির্ধারিত হয়। বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার লটারীও জুয়ার অন্যতম প্রধান একটা মাধ্যম। এগুলো সবই হারাম বলে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে।

(৪) চতুর্থ নম্বরে এই জুয়ারই একটা বিশেষ ধরণ তথা তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণের কথা উদাহরণ হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। যেটা আধুনিক লটারী টিকেটের প্রাচীন সংস্করন। তৎকালে উট ইত্যাদি জবাই করে এই তীরের মাধ্যমে বন্টন করা হত এতে কেহ কিছুই পেতনা আবার কেহ একাধিক অংশ পেত। সেটাকে এখানে সুস্পষ্টরূপে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। তবে একটি ক্ষেত্রে লটারী জায়েয যেটাকে কোরায়া বলা হয়। যখন সকলের অধিকার সমান হয়, তখন সমঅধিকার ও বন্টনের ভিত্তিতে লটারী করা যেমন পৈত্রিক সম্পত্তি অথবা হাউজিং এর প্লট নির্ধারণ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সকলের অধিকার সমান জায়গাও সমান ভাগে ভাগ করে কে কোন ভাগটি (প্লটটি) পাবে সেটা লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। রাসূল (সঃ) যখন সফরে যেতেন তখন লটারী বা কোরায়ার মাধ্যমে স্ত্রীদের মধ্য থেকে সফর সংগী নির্ধারণ করতেন। যেহেতু সকল স্ত্রীর অধিকার সমান অতএব লটারীতে যার নাম উঠত তাঁকে নিয়ে যেতেন।

(৩) এই আয়াতে অপর যে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে সেটা স্তম্ভ বা পাথর পূজা। প্রাচীন আরবে এবং বর্তমান হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে যেমন দেখতে পাওয়া যায় কারো বা কোন কিছুর প্রতীক নির্মাণ করে সেখানে বিভিন্ন রকম খাদ্য দ্রব্য, ফল, ফুল এমনকি প্রাণীদেরকে উৎসর্গ করা হয় তথা পূজা করা হয়। এটার সকল প্রকার ও ধরণকে শয়তানের কাজ বলে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আমাদের মুসলমান নামধারীদের মাঝেও ভিন্নভাবে স্তম্ভ পূজার বিস্তার লাভ করেছে। যেমন বিশেষ বিশেষ দিনে অথবা বিশেষ কোন ঘটনা ইত্যাদি উপলক্ষ্যে কিছু ইট, পাথর ইত্যাদি জড় করে অথবা স্থায়ী প্রতিকৃতি নির্মাণ করে ফুল দেয়া শ্রদ্ধা জানানো এটা প্রকাশ্য পূজারই অনুরূপ একটা ব্যবস্থা মাত্র। মুমিনদেরকে অবশ্যই এব্যাপারে গভীর চিন্তা ভাবনা করা উচিত।

বর্তমানে আমাদের সমাজে এই আয়াতে বর্ণিত চারটি হারাম কাজই অত্যন্ত ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। আমরা প্রত্যেকে এসব থেকে নিজে বিরত থাকা ও অপরকে বিরত রাখা উচিত।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মদের পরিচয় ও মদ হারাম হবার কিছু কারণ জানা গেল, সুতরাং তা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

২. মদ ও তার সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের ওপর আল্লাহ তা‘আলার অভিশাপ।

৩. সর্বদা আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য ও তাক্বওয়া অবলম্বন করা ওয়াজিব।

৪. সাহাবীগণ আল্লাহ তা‘আলা ও রাসূলের আদেশ পালনে ও নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকতে তৎপর ছিলেন।

৫. জুয়া ও অনুরূপ যাবতীয় খেলা হারাম, এগুলো মানুষের মাঝে ফেতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

সূরা: আল-মায়িদাহ

আয়াত নং :-৮৭

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব পবিত্র জিনিস হালাল করেছেন সেগুলো হারাম করে নিয়ো না। আর সীমালংঘন করো না। সীমা-লংঘনকরীদেরকে আল্লাহ ভীষণভাবে অপছন্দ করেন।

৮৭ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আগমন করল। অতঃপর বলল: হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি যখনই গোশত জাতীয় খাবার গ্রহণ করি তখনই আমি কামোত্তেজনা অনুভব করি। তাই গোশত খাওয়া নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছি। তখন

(يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ...)

আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (সহীহ তিরমিযী হা: ৩০৫৪)

কোন ব্যক্তি কোন সমস্যার কারণে হালাল বস্তু খেতে না পারলে তা বর্জন করে চলবে বটে তবে নিজের ওপর হারাম মনে করবে না। কারণ বর্জন করা আর হারাম করা এক নয়। যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যব নামক প্রাণী খেতে পারতেন না। ফলে তিনি নিজের জন্য হারাম করে নেননি বরং কেউ খেলে নিষেধও করতেন না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে দস্তরখানা সামনে নিয়ে বসেছিলেন সে দস্তরখানা থেকে খালিদ বিন ওয়ালিদ যব প্রাণী খাচ্ছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে যুদ্ধে বের হতাম, তখন আমাদের সঙ্গে স্ত্রীগণ থাকত না, তাই আমরা বলতাম, আমরা কি খাসি হয়ে যাব না? তিনি আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করলেন এবং কাপড়ের বিনিময়ে হলেও মহিলাদেরকে সাময়িক সময়ের জন্য বিয়ে করার অর্থাৎ নিকাহে মুতার অনুমতি দিলেন এবং আয়াতটি পাঠ করলেন।

(প্রকাশ থাকে যে, মুতা বিবাহ হচ্ছে সাময়িক বা কন্ট্রাক্ট বিবাহ। অর্থাৎ নির্দিষ্ট অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে নির্ধারিত মেয়াদে বিয়ে। মেয়াদ শেষ হলে বিবাহ ভেঙ্গে যাবে। এ জাতীয় বিয়ে ইসলামের প্রথম দিকে জায়েয ছিল। পরবর্তীতে খায়বারের যুদ্ধের সময় তা চিরতরে হারাম ঘোষণা করা হয়)। (সহীহ বুখারী হা: ৪৬১৫, সহীহ মুসলিম হা: ১৪০৪)

কোন ব্যক্তি নিজের জন্য হালাল বস্তু কসম ছাড়া (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কসম এমনটি না বলে) হারাম করে নিলে হারাম বলে গণ্য হবে না। কেবল স্ত্রী ব্যতীত। এ ব্যাপারে ওলামাদের এটাই অভিমত। আর কসম করলে (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কসম এটা আমার ওপর হারাম এমন বললে) ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন, তাকে কসমের কাফফারা দিতে হবে।

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, সহীহ হাদীস এটাই প্রমাণ করে যে, তাকে কাফফারা দিতে হবে না। এটাই অধিকাংশ আলেমের অভিমত।

এ আয়াত দ্বারা অধিকাংশ আলেম বলেন: এ আয়াত প্রতিবাদ করছে ঐ সকল ব্যক্তিদের যারা বৈরাগ্যবাদে অতিরঞ্জিত করে। সুতরাং কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য উচিত হবে না, আল্লাহ তা'আলা যেসকল খাবার, পোশাক ও বিবাহ বৈধ করে দিয়েছেন তা হারাম করে নেয়া। তিনজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাড়িতে এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর একজন বলল: আমি যতদিন জীবিত থাকব ততদিন সওম রাখব কখনো সওম ছাড়ব না। আরেক জন বলল: আমি রাতে ঘুমাব না, সারা রাত ইবাদত করব, আরেকজন বলল: আমি জীবনে বিবাহ করব না। তাদের কথা জানার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: জেন রেখ! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহ তা'আলাকে বেশি ভয় করি, আমি দিনের বেলা সওম রাখি আবার সওম ছাড়ি, রাতে সালাত পড়ি আবার ঘুমাই, আমি বিবাহও করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত বর্জন করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (সহীহ বুখারী হা: ৫০৬৩) তাই ইসলামে নিজের চিন্তামত কিছু করার সুযোগ নেই।

তার মামলার নিষ্পত্তির জন্য প্রখ্যাত তাবেঈ বুযর্গ কা'ব ইবনে সাওরুল আযদিকে নিযুক্ত করলেন। তিনি ফায়সালা দিলেন, এ মহিলার স্বামী তিন রাত ইচ্ছা মতো ইবাদাত করতে পারেন কিন্তু চতুর্থ রাতে অবশ্যি তার স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

সীমালংঘন করার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। হালালকে হারাম করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত পাক-পবিত্র জিনিসগুলো থেকে এমনভাবে দূরে সরে থাকা যেন সেগুলো নাপাক, এটাও এক ধরনের বাড়াবাড়ি। তারপর পাক পবিত্র জিনিসগুলো অযথা ও অপ্রয়োজনে ব্যয় করা, অপচয় ও অপব্যয় করা এবং প্রয়োজনের তুলনায় বেশী ও প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করাও এক ধরনের বাড়াবাড়ি। আবার হালালের সীমা পেরিয়ে হারামের সীমানায় প্রবেশ করাও বাড়াবাড়ি। এ তিনটি কাজই আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়।

আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ তিনজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের ঘরে এসে তার ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তাদেরকে তা জানানো হলে তারা সেসবকে অল্প মনে করল এবং বলল, আমরা কোথায় আর রাসূল কোথায়? তার পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি সারা রাত সালাত আদায় করব। অন্যজন বলল, আমি সারা বছর সিয়াম পালন করব । অপরজন বলল, আমি মহিলাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকব এবং বিয়েই করব না। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন, ‘তোমরা এসব কথা বলেছ? জেনে রাখ, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের সবার চাইতে আল্লাহকে বেশী ভয় করি এবং বেশী তাকওয়ারও অধিকারী। কিন্তু আমি সিয়াম পালন করি, সিয়াম থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি আবার নিদ্রাও যাই এবং মেয়েদের বিয়েও করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়। [বুখারীঃ ৫০৬৩]

অপর বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা যুদ্ধে যেতাম, আমাদের সাথে আমাদের স্ত্রীরা থাকত না। তখন আমরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলাম যে, আমরা ‘খাসি’ হয়ে যাই না কেন? তখন আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করা হয়েছিল। তারপর আবদুল্লাহ এ আয়াত পাঠ করলেন। [বুখারী ৪৬১৫]

ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তার কাছে একবার খাবার নিয়ে আসা হলো। একলোক খাবার দেখে একদিকে আলাদা হয়ে গেল এবং বলল, আমি এটা খাওয়া হারাম করছি। তখন আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বললেন, কাছে আস এবং খাও। আর তোমার শপথের কাফফারা দাও। তারপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩১৩,৩14; ফাতহুল বারী: ১১/৫৭৫]

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূল (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি যখনই গোশত ভক্ষণ করি, তখনই আমার মধ্যে কামোত্তেজনা অনুভব করি। তাই নিজের জন্য গোশতকে হারাম করে নিয়েছি।' যার ফলে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (সহীহ তিরমিযী, আলবানী ৩/৪৬) অনুরূপভাবে অবতীর্ণের এই কারণ ব্যতীত বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কিছু সংখ্যক সাহাবা সংসার ত্যাগ এবং ইবাদতের উদ্দেশ্যে কিছু বৈধ জিনিস হতে (যেমন বিবাহ করা হতে, ঘুমিয়ে রাত্রিযাপন করা হতে, দিনে পানাহার করা হতে) নিজেদেরকে দূরে রাখার চেষ্টা করেন। যখন নবী করীম (সাঃ) এ ব্যাপারে অবগত হলেন, তখন তাঁদেরকে এ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করলেন। এমন কি উসমান বিন মাযঊন (রাঃ) তিনিও নিজের স্ত্রী থেকে দূরে থাকতেন। অতঃপর তাঁর স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকেও তিনি তা করতে নিষেধ করলেন। (হাদীসগ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য) সুতরাং এই আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ কর্তৃক হালাল যে কোন বস্তুকে নিজের উপর হারাম করে নেওয়া অথবা তা এমনিই বর্জন করা বৈধ নয়। চাহে তা খাদ্যদ্রব্য হোক অথবা পানীয় দ্রব্য, পোষাক-পরিচ্ছদ হোক অথবা আনন্দদায়ক কোন বস্তু, বৈধ কামনা-বাসনা হোক বা অন্য কিছু।

মাসআলাঃ কোন ব্যক্তি যদি নিজের জন্য কোন হালাল জিনিসকে (কসম ছাড়া) হারাম করে নেয়, তবে তা হারাম বলে গণ্য হবে না; একমাত্র স্ত্রী ব্যতীত। অবশ্য এ ব্যাপারে উলামাদের অভিমত হচ্ছে, তাকে কসমের কাফফারা দিতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, কোন কিছুই লাগবে না। ইমাম শাওকানী বলেন, সহীহ হাদীস দ্বারা এই কথারই প্রমাণ হয় যে, নবী করীম (সাঃ) কোন ব্যক্তিকে এ ধরনের হারাম করাতে কসমের কাফফারা আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেননি। ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, 'এই আয়াতের পরে আল্লাহ কসমের কাফফারার কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে বুঝা যায় যে, কোন হালাল জিনিসকে নিজের উপর হারাম করে নেওয়া কসমেরই অন্তর্ভুক্ত, যা কাফফারা আদায় করার দাবী রাখে।' কিন্তু এই দলীল সহীহ হাদীসের উপস্থিতিতে গ্রহণীয় নয়। সুতরাং সঠিক হল,যা ইমাম শাওকানী বলেছেন। (সউদী আরবের মুফতীগণের মতে কাফফারা দিতে হবে।)

☆ আলোচ্য আয়াতে দু'টো কথা বলা হয়েছে- (১) তোমরা নিজেরাই হালাল ও হারাম করার স্বাধীন অধিকারী হয়ে বসোনা। শুধুমাত্র আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা-ই হালাল এবং যা হারাম করেছেন তা-ই হারাম। নিজেদের ইচ্ছামত কোন হালাল বস্তুকে হারাম করলে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে তোমরা নফসের ও প্রবৃত্তির দাস হয়ে বসবে। (২) খ্রীস্টান পাদ্রী, হিন্দু যোগী ও বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং প্রাচ্য

দেশীয় তাসাউফবাদীদের মত দুনিয়া ত্যাগ ও বৈরাগ্যবাদ ও দুনিয়ার বৈধ স্বাদ আস্বাদন পরিহার করার নিয়ম অবলম্বন করোনা। ধর্মীয় মানসিকতা সম্পন্ন সব প্রকৃতির লোকদের মধ্যে সবসময়ই এই প্রবণতা দেখা যায় যে মন ও দেহের অধিকার ও দাবী পূরণ করলে তা আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী হয়ে পড়ে বলে তারা মনে করে। তাদের ধারণা এই যে নিজেদেরকে প্রাণান্তকর কষ্টে নিক্ষেপ করা, স্বীয় হৃদয় মনকে বৈষয়িক স্বাদ- আস্বাদন থেকে বঞ্চিত করা এবং দুনিয়ার জীবন জীবিকার উপায় উপাদান ও দ্রব্য সামগ্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারাই হচ্ছে সত্যিকার পূন্যের কাজ। এটা না করলে তাদের মতে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যেতে পারে না। সাহাবায়ে কেরামের (রঃ) মধ্যেও এমনভাবের কিছু লোক বর্তমান ছিলেন। একবার রসুলে করিম (সঃ) জানতে পারলেন যে, কোন কোন সাহাবী (রাঃ) এজন্য কৃতসংকল্প হয়েছেন যে - তাঁরা দিনের বেলায় রোযা রাখবেন, কখনো রোজা ভাংবেননা। কখনো রাতে শয্যা গ্রহণ করবেন না এবং সরারাত ইবাদত করবেন। স্ত্রীলোকদের সাথে সম্পর্ক রাখবেন না। এই কথা জেনে রাসূল করীম (সঃ) একটি ভাষণ প্রদান করলেন– তিনি তাঁদেরকে বললেন "আমাকে এধরনের কোন কাজের আদেশ করা হয়নি। তোমাদের দেহ মনের অধিকার আছে তোমাদের প্রতি, কাজেই কখনো নফল রোজা রাখবে, কখনো পানাহার করবে রাত্রের বেলায় কখনো ঘুমাবে আবার কখনো রাত্রি জাগরণ করবে। বিয়ে শাদীও করবে। আমাকেই দেখ, আমি রোজা রাখি আবার কখনো রাখিনা। রাতে জাগরুক থাকি আবার ঘুমাইও। বিয়েও করেছি। অতএব যে আমার নিয়ম নীতি পছন্দ করেনা সে আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য নয়।" তিনি আরো বলেন - "এই লোকগুলোর কি হয়েছে তারা তাদের স্ত্রীদের, ভালখাদ্য, সুগন্ধি, নিদ্রা ও দুনিয়ার স্বাদ আস্বাদনকে নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছে। আমিতো তোমাদের কখনো এই শিক্ষা দেইনি যে তোমরা পাদ্রী পূরোহিত হবে। দুনিয়া ত্যাগ করবে। আমার প্রচারিত দ্বীন ইসলামে না নারী ও মাংস পরিহার করার নিয়ম আছে, না ঘরের কোনায় নিভৃত গহনে লুকিয়ে থাকার কোন শিক্ষা আছে। আত্মসংযমের জন্য এখানে রোজার ব্যবস্থা আছে দুনিয়া ত্যাগ ও বৈরাগ্যবাদের পরিবর্তে এখানে জিহাদ আছে।"

পরিশেষে আলোচ্য আয়াতে সীমালংঘন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। সীমালংঘন ব্যাপক অর্থবোধক। হালালকে হারাম করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত পাক জিনিসকে নাপাক জিনিষের মত পরিহার করা মূলতই সীমালংঘন- অতিরিক্ত

বাড়াবাড়ি। তাছাড়া পাক জিনিষ ব্যবহার ও ভোগ দখলেও সীমালংঘন হতে পারে। এবং হালালের সীমা অতিক্রম করে হারামের সীমায় প্রবেশ করাও সীমা লংঘন ও চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি। এই তিনটি কাজই আল্লাহর অপছন্দনীয়। এবং এসবগুলো ক্ষেত্রেই আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আল্লাহ তা'আলা যা হালাল করেছেন তা হারাম করে নেয়া হারাম।

২. হালাল রুজি খাওয়া ওয়াজিব এবং হারাম বর্জন করাও ওয়াজিব।